বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সশস্ত্র বাহিনী দিবসে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ ও ত্রিশ লক্ষ শহিদদের, যাঁরা মাতৃভূমির জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন সময়ে দেশ ও দেশের বাইরে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে আত্মোৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর বীর সদস্যদের। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করি। আমি সশস্ত্র বাহিনীর যুদ্ধাহত সদস্য ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর অবদান ও বীরত্বগাথা জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা সশস্ত্র বাহিনী আমাদের গর্ব ও আস্থার প্রতীক। মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর তিন বাহিনী সম্মিলিতভাবে হানাদার বাহিনীর উপর সর্বাত্মক আক্রমণ পরিচালনা করে। তিন বাহিনীর সম্মিলিত এই প্রয়াস আমাদের বিজয়কে ত্বরান্বিত করে। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ২১ নভেম্বর একটি স্মরণীয় দিন।

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি যে-কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জাতীয় সংকট মোকাবিলায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতাসহ জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সশস্ত্র বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এবছর জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ববোধ, ধৈর্য্য ও দেশপ্রেম সাধারণ মানুষের প্রশংসা অর্জন করেছে। কেবল দেশেই নয়, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ নিয়ে পেশাগত দক্ষতা, সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে চলেছেন।

একটি শক্তিশালী, আধুনিক ও প্রশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার অন্যতম পূর্বশর্ত। সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বাহিনীসমূহে যুক্ত হচ্ছে অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জাম, যা নিঃসন্দেহে সশস্ত্র বাহিনীকে আরও আধুনিক, দক্ষ ও গতিশীল করবে। সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নে নেতৃত্বের প্রতি গভীর আস্থা, পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ, পেশাগত দক্ষতা এবং সর্বোপরি শৃঙ্খলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ সর্বদা রাষ্ট্র ও নেতৃত্বের প্রতি পরিপূর্ণ অনুগত থেকে কঠোর অনুশীলন ও দেশপ্রেমের সমন্বয়ে সশস্ত্র বাহিনীর গৌরব সমুন্নত রাখবেন- এ প্রত্যাশা করি।

আমি সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং বাহিনীসমূহের সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের অব্যাহত সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন
রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক

ARMED FORCES DAY 2024

Special Supplement

Armed Forces in the Liberation War

Bangladesh Army's valiant role in the Liberation War of 1971 stands as an indelible chapter in the glorious history of Bangladesh. It was a time when the brave Bengali officers and soldiers of the then Pakistan Army, alongside civilians from all walks of life, courageously fought against the occupation forces of West Pakistan. The Bengali members of the Pakistan Army, Navy and Air Force stood firmly against the brutalities and severe oppression inflicted on innocent and unarmed Bengalis during the 'Operation Search Light' on March 25, 1971. Colonel (later General) M. A. G. Osmani (Retd) was appointed as the Commander-in-Chief by the Provisional Government of Bangladesh in 1971. The country was divided into eleven sectors, most of which were commanded by Army personnel. 'S' Force, 'Z' Force, and 'K' Force and three regular Brigades of the Army were formed to expedite victory through integrated and coordinated attacks. The indomitable officers and soldiers of Bangladesh Army, as well as civilians from all walks of life, achieved victory against the Pakistan Army through determined operations in various regions of the country during the nine month long conflict. A total of 1460 personnel including 55 officers made supreme sacrifice in Liberation War. In recognition to the heroic role in Liberation War, the Army's 03 members were awarded with 'Bir Sreshto', 39 'Bir Uttam', 90 'Bir Bikrom' and 167 'Bir Protik' gallantry awards. Bangladesh Navy played a significant and glorious role in the great Liberation War of 1971. She officially began her operations in the Liberation War following the announcement of historic Sector Commanders' Conference. A notable number of Bengali officers and sailors fled West Pakistan and bravely engaged in direct combat and guerrilla warfare against the enemy at great personal risk. On August 15, a fearless diving team conducted devastating attacks at sea and river ports under 'Operation Jackpot', destroying 26 enemy ships and damaging many others, effectively crippling sea routes and sea ports. On the other hand, two gunboats, PADMA and PALASH of Bangladesh Navy, carried out 'Operation Hotpants' in the Passur river and destroyed several commercial vessels. The audacious operations of the Navy left the enemy disoriented on the waterways, and until the liberartion of our motherland, these naval commando operations continued across the country. Many naval heroes sacrificed their lives during the Liberation War. In recognition to their bravery and self-sacrifice, Shaheed Ruhul Amin ERA-1 was awarded with the title of Bir Sreshtho, 05 Bir Uttam, 08 Bir Bikram, and 07 Bir Protik gallantry awards. During the Liberation War (LW) with an aim to liberate the nation, the nascent Bangladesh Air Force (BAF) started its indomitable journey in the name of 'Kilo Flight' with one Otter aircraft, one Dakota aircraft and one Alouette helicopter with a total of 57 members (10 officers and 47 airmen) at Dimapur in India on 28 September 1971. 'Kilo Flight' began its maiden operational flight at midnight of 03 December 1971 through successful air attacks on the fuel depots of Chattogram and Narayangonj. In Liberation War, 'Kilo Flight' conducted fifty successful air attacks on the Pakistani targets that contributed a significant role in expediting the victory. As a recognition of their outstanding contribution to our Liberation War, 01 member from Air Force was awarded with 'Bir Sreshto', 06 'Bir Uttam', 01 'Bir Bikrom' and 15 were awarded with 'Bir Protik' gallantry awards. The nation remembers the contributions of Bangladesh Armed Forces to the great Liberation War with the most profound respect.

বাণী

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০২৪" উপলক্ষে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্যকে আমি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন উৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীসহ সকল বীর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

মুক্তিযুদ্ধের সময় সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় সদস্যরা ২১ নভেম্বর সম্মিলিতভাবে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণের সূচনা করেন। মুক্তিবাহিনী, বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যগণ ও দেশপ্রেমিক জনতা এই সমন্বিত আক্রমণে অংশ নেন। হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে ১৬ই ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির অগ্রযাত্রা ও বিজয়ের স্মারক হিসেবে প্রতি বছর ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবস পালন করা হয়।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে বন্যা, খরা, ঝড়, বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়সহ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগে সশস্ত্র বাহিনী দুর্গত জনগণের শেষ ভরসার স্থান। বরাবরের ন্যায় এবারও দেশের ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী জনগণের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থান এবং পরবর্তীতে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা, শিল্প কারখানায় নিরাপত্তা প্রদানসহ দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও অস্ত্র উদ্ধারসহ সকল কার্যক্রমে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদানের জন্য আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি আশা করি, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি জনগণের সাথে একত্রে কাজ করে যাবে।

আমি "সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০২৪" উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

MESSAGE

CHIEF OF ARMY STAFF
Bangladesh Army

21st November is the Armed Forces Day of Bangladesh. It signifies the glorious history of Bangladesh that epitomizes the spirit of patriotism, solidarity, courage and supreme sacrifices of Bengali Nation. On this day in 1971, the valiant members of our Army, Navy and Air Force along with the Freedom Fighters of Bangladesh launched a combined offensive against the Pakistani occupation forces from land, sea and air which accelerated the final victory on 16 December 1971.

By sacrificing millions of invaluable lives, Bangladesh achieved its sovereignty, an independent map and a national flag. The Armed Forces Day reminds us of those inspiring stories of selfless sacrifices, and revives the espirit-de-corps among the members of three services. On this special day, I pay homage to our greatest heroes who made supreme sacrifices for our independence. My special tribute to the valiant members of Bangladesh Armed Forces who laid down their lives during and after the Liberation War for the cause of our dear motherland. I pray to Almighty Allah for the salvation of their departed souls, and convey my heartfelt gratitude and empathy to the members of all the bereaved families.

The Armed Forces is a symbol of unity, strength and pride of our nation. Besides, the primary role of safeguarding the sovereignty and territorial integrity of the country, members of Bangladesh Armed Forces, particularly Bangladesh Army are performing a wide variety of responsibilities including maintaining peace and stability in Chattogram Hill Tracts, national development activities, disaster management and assisting distressed people. On this auspicious day, I like to thank the people of Bangladesh for keeping their trust on Bangladesh Army, and extending full support during all national development and disaster management activities. I like to mention with pleasure that our Armed Forces could earn the trust and love of people beyond our borders.

Our Armed Forces personnel are also risking their lives every day to promote and sustain peace and stability in distant lands. Through our sincerity, dedication, relentless efforts and sheer professionalism, we have achieved our position as one of the top troops contributing countries in the United Nations which is a great accomplishment for all of us.

On this auspicious day, I convey my heartfelt gratitude and felicitations to all the members of Bangladesh Armed Forces who bear the indomitable spirit of our Liberation War in their hearts. I also extend my thanks and gratitude to all who have worked at different levels for publishing the special supplement to national dailies to mark the Armed Forces Day-2024. I solicit the divine blessings for the continued progress and prosperity of Bangladesh Armed Forces.

May Allah bless us all.

WAKER-UZ-ZAMAN
General

MESSAGE

CHIEF OF NAVAL STAFF
Bangladesh Navy

The 21st of November holds special significance in the glorious history of Bangladesh. On this eventful day, the valiant members of the three services launched a coordinated joint attack on the occupying forces, ultimately leading to our long-awaited victory on December 16, 1971. This date added further momentum to the emergence of Bangladesh as a proud and independent nation. Armed Forces Day stands as a symbol of unique pride and enduring glory, not just for us but for the entire nation. Every year on this momentous day, the members of the Armed Forces renew their sense of patriotism, dignity and confidence.

As we honour the martyrs and heroes, like Bir Sreshtho Shaheed Ruhul Amin, we express the nation's deep gratitude to those who sacrificed their lives for our freedom. Their legacy continues to inspire both current and future generations of the Armed Forces, fostering a strong sense of patriotism and duty.

The geography of Bangladesh demands a strong and credible Navy to safeguard its sovereignty, protect national interests, and promote peace. The Navy's modernisation efforts, such as the addition of Naval Aviation and submarines, have significantly expanded our operational capabilities. The integration of advanced technologies and arsenal has made our naval platforms more efficient. Furthermore, the establishment of BNS SHER-E-BANGLA, the largest naval base in Bangladesh, along with the Submarine Base at Pekua, marks a significant milestone in enhancing the defence of our southern frontier.

The Bangladesh Navy plays a crucial role in supporting the nation's economy by safeguarding maritime trade routes and ensuring security for Blue Economy initiatives, such as fisheries, tourism, and offshore energy. Committed to promoting self-reliance, the Navy's transformation into a "Builders' Navy" has advanced domestic shipbuilding capabilities, reducing dependence on foreign suppliers while boosting local industry.

The Bangladesh Navy's involvement in national security, diplomacy and peacekeeping operations demonstrates its steadfast dedication to both national and global peace. BN takes pride in its privilege to serve the nation, with a pledge-bound commitment to uphold national interests. Its efforts to combat illegal arms, drugs, and terrorism, 'In Aid to Civil Power', reflect a strong commitment to protecting national interests. The Navy's role in disaster relief and United Nations peacekeeping missions underscores its commitment to international humanitarian values.

Armed Forces Day reminds us of the sacrifices made by our military, driven by a deep sense of patriotism, and serves as an enduring legacy for future generations. It honours those who serve the nation, promotes unity, and strengthens our commitment to national welfare, inspiring the Bangladesh Armed Forces to continue their noble mission. May Allah (SWT) bestow His divine blessings upon all.

M Nazmul Hassan
Admiral

MESSAGE

CHIEF OF AIR STAFF
Bangladesh Air Force

Today is the 21st November, Armed Forces Day - a memorable and glorious day in our national life. This day abides enormous connotations in the history of Liberation War. On this day in 1971, the valiant soldiers of the Army, Navy and Air Force engaged in the fierce fighting for freedom with the vast masses of the country and launched a combined and concerted attack against the Pakistani occupation forces. This well-coordinated and organised attack embedded with patriotism and sacrifice accelerated our ultimate victory. Thus, 21st November has become a remarkable day in our history - a symbol of unity of armed forces and a lighthouse of united beacon to safeguard our independence and sovereignty of the country. On this dignified day, I solemnly remember those - whose sacrifices have earned our great victory. To uphold the dignity of our flag, the brave warriors of the armed forces have composed heroic poems that will certainly inspire their successors to sacrifice themselves for the sake of our beloved motherland.

Bangladesh Air Force expedited our desired victory by conducting numerous successful air raids in the name of Kilo Flight after its establishment during the Liberation War. It starts its journey as a modern and powerful Air Force after the Liberation War by inducting the then supersonic fighter jets, transport aircraft, helicopters and air defense radars to its inventory. With the aim of defending our motherland and making it suitable to face any challenges of the 21st century, the fourth generation fighter jets, long-range transport aircraft, helicopters, various types of radars, missiles, modern military equipment, several bases, units and international training institutes have already been added to the inventory of Bangladesh Air Force. Besides, combat trainers, jet trainers, transport trainers, basic trainers, helicopter trainers and various simulators have been added to enhance the training of the pilots. As a result, the capabilities of the Air Force have increased manifold than ever before.

The role of Bangladesh Air Force is immense in protecting the independence and sovereignty of the country, maintaining peace and order, disaster management, socio-economic development and building a developed nation. Being united in the spirit of the great Liberation War and the positive thoughts of the contemporary anti-discrimination movement, Bangladesh Air Force is working tirelessly to deal with any emergency situation in the country besides its noble task of air defense. Air Force personnel are ready for 24 hours for medical evacuation, casualty evacuation, and search & rescue operations anywhere in the country. I am grateful to Almighty Allah for continuing our effort to protect the people from severe damage and danger through various services including rescue, transfer, treatment, emergency medicine and relief distribution by BAF transport aircraft and helicopters in the recent terrible flood. In the present situation of the country, the members of the Air Force have improved the service state of every airport through relentless endeavors - which is being especially appreciated by all. The humanitarian assistance to various friendly countries including UN peacekeeping mission have brought the country's reputation in the international arena. I hope, with the spirit of the Armed Forces Day, Bangladesh Air Force will move forward by maintaining its unique contribution in the national and international arena.

Armed Forces Day is a significant chapter in the attainment of our great independence. The accumulated inspiration of this day will inspire us throughout the ages with a firm pledge to protect our independence and sovereignty of the motherland. I am very delighted to know that the Armed Forces Division is going to publish a special supplement in the national dailies highlighting the significance of Armed Forces Day. On this glorious day, I express my deepest felicitations to all members of Bangladesh Armed Forces and their family members. Finally, I wish continued prosperity and success for Bangladesh Armed Forces. May Allah bless us all. Allah Hafez.

HASAN MAHMOOD KHAN
Air Chief Marshal